সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সামরিক বাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার স্বার্থে তুলে দিতে হবে?

অধুনা একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী (পরগাছা) ও কিছু ভাড়া করা ছাইচামুন্ডা বিভিন্ন সভা-সমিতি ও বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে সোচ্চার ধ্বনি তুলে চলেছেন। এটা দেশের ৯০% মুসলমান দেশপ্রেমিকরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন। সামনে সাধারণ নির্বাচন। দেশ হয়তো কিছুটা স্থিতিশীল ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্যই হয়তো দেশে একটি সংঘাত (গৃহযুদ্ধ) ঘটিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, বহিঃ আক্রমণ ঠেকানো ও দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সামরিক বাহিনী এবং প্রয়োজন আনুষঙ্গিক আধুনিক অস্ত্র ও যানবাহন (হার্ডওয়ের)। বৃটিশরা মুসলমানদের কাছ থেকে চক্রান্ত (এদেশের কিছু বেঈমান মুনাফেকের সহায়তায়) করে উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাই তারা মুসলমানদের তাদের প্রতিপক্ষ মনে করতো। তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে এ দেশের আর একশ্রেণীর লোকেরা ফায়দা লুটতে থাকে। এরাই এদেশের সামরিক বাহিনী ও ধর্মশিক্ষার (মাদ্রাসা শিক্ষা) বিলুপ্তির ধুয়া তুলে চলেছে? এদেশের প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিককে মনে করিয়ে দেয়া উচিত যে, বৃটিশরা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানীরা বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশীদের যোদ্ধা হিসাবে স্বীকার করতো না। তারা ভাবতো বাঙ্গালীরা হচ্ছে ভাবুক, কবি ও অলস। অস্ত্র চালনা তাদের কাজ নয়। কিন্তু মেজর আবদুল গণি ও জেঃ আতাউল গণি ওসমানীর (উভয়ই আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই) অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জন্ম নেয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তারা যে অপরিসীম সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় বাহিনী লাহোরের 'বাগ এ জিন্নাহ পার্কে' বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে চা-পানের যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তা ভেস্তে যায়। (যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ ২৫/২৬টি বিভিন্ন খেতাব অর্জন করে সেই নজির পাকিস্তানের অন্য বাহিনীর নেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর যে বীরত্বপূর্ণ অবদান বাংলাদেশ যতদিন টিকে থাকবে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। দেশ রক্ষায় ব্রতী আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের গৌরব হয়েই থাকবে বলে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিকের দৃঢ় প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। অধিকাংশ দেশবাসী ধর্মপরায়ণ এবং অহিংস। মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে এদেশের মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা। এখান থেকে একজন মুসলমান সন্তানকে ইসলামের 'বেসিক' শিক্ষা প্রদান করে উচ্চ শিক্ষার জন্য গড়ে তোলার তালিম দেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীতে আরো উচ্চতর শিক্ষা হাসিল করে দেশের বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আমলা, মন্ত্রী, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা যোগ্যতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্মানের সাথে পালন করে যাচ্ছেন। আমার ধারণা মতে ধর্মে বিশ্বাসী, পরহেজগার কোন মুসলমান অন্যায় কাজ করলে অবশ্যই তার বিবেকে দংশন করবে। আমাদের জাতীয় কবি ও আমাদের জাতীয়তাবাদীর (মুসলিম) অগ্রপথিক, মরহুম কাজী নজরুল ইসলাম মাদ্রসারই ছাত্র ছিলেন। তিনি বাল্যকালে অন্যদেরকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীতে বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন এবং অল্প পুথিগত শিক্ষা নিয়ে এতবড় একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি হবেন কেউ কি কল্পনা করতে পারেন? এদেশের মাটির নীচে শায়িত রয়েছেন বহু ওলি-আউলিয়া। তাই এদেশকে পুণ্যভূমি বলা হয়। নেতা-নেত্রী, আমলা ও সাধারণ জনগণ সিলেটে প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও হযরত শাহপরান (রাঃ) প্রমুখের মাজার জিয়ারত করে তাদের মনের বাসনা পূরণের জন্য দোয়া-খায়ের করে থাকেন। তাই সর্বাঙ্গীনভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলতে হয়, এদেশের স্বাধীনতা (জনগণ চাইলে) কেউ হরণ করতে পারবে না। সামরিক বাহিনী টিকে থাকবে আরো শক্তিশালী হয়ে এবং দ্বীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার আরো প্রসার ও উন্নতি হতেই থাকবে।

–মোমিন চৌধুরী,
৬৭৮/এ, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

॥ ২ ॥

গত ২৩ আগস্ট বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ মারফত জানতে পারলাম যে, নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে সিপিডি প্রথম আলোর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নীতি ফোরামের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আলোচনায় বাংলাদেশ থেকে মাদ্রাসা, সেনাবাহিনী ও প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশ করা হয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এই বাংলাদেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। আর ৯০ ভাগ অধ্যুষিত মুসলিম দেশে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর কবীর চৌধুরী, মহিলা পরিষদ সভানেত্রী হেনা দাস এবং ব্রাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ গংরা এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখার সাহস পেল কাদের ইঙ্গিতে।

প্রফেসর কবীর চৌধুরী এদেশ থেকে সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে গণবাহিনী গঠন করার যে পরামর্শ দিয়েছেন এ ধরনের অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন সুপারিশ করার সাহস ও বুদ্ধি তিনি পেলেন কোথা থেকে? তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন, মাদ্রাসায় নাকি এখন ভাল নাগরিক বা কর্ম দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। সেখানে কেবল তালেবান তৈরী হচ্ছে, তাই মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিতে হবে। এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকার কারণেই দেশের অসংখ্য আলেম মাদ্রাসা থেকে তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসছে। যদি মাদ্রাসা শিক্ষা চালু না থাকত তাহলে সারাদেশে আলেম খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যেত। আমি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ গংদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনারা উভয়েই তো মুসলমান–তাই যেদিন আপনাদের জন্ম হয়েছিল ঐ দিন আযান দেয়ার জন্য, যেদিন বিয়ে করেছিলেন ঐ দিন বিয়ে পড়ানোর জন্য এবং যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন ঐ দিন দাফনকার্য সম্পাদনের জন্য কি আলেমের প্রয়োজন হবে না? তাই ফজলে হাসান, কবীর চৌধুরী ও হেনা দাসসহ বিভিন্ন এনজিওর যেসব বক্তা সেনাবাহিনী, মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেয়ার যে বক্তব্য রেখেছেন তা প্রত্যাহার করে এদেশের ১২ কোটি মুসলমানের নিকট প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, ঐ সমস্ত বক্তা যদি তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা প্রার্থনা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন এবং যে সমস্ত এনজিও প্রধানগণ এসব বক্তব্য রেখেছেন ঐসব এনজিওকে আমাদের বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন।

–মোঃ আবুল মোকারেম; হিরণপুর বাজার, নেত্রকোনা।

॥ ৩ ॥

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। সুবিশাল ভারত এর তিন দিক বেষ্টন করে আছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে দেশের জনগণের নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী কাজ করে আসছে। বর্তমান পৃথিবীতে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালে এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এদেশে একটি সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে যার প্রভাব ও মর্যাদা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত। কিন্তু একদল কুচক্রিমহল এই অগ্রযাত্রা মেনে নিতে পারেনি। তারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য হীন উদ্দেশ্যে এর বিরোধিতা করে আসছে এবং করছে। এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড দেয়া আজ সময়ের দাবী।

সম্প্রতি সিপিডি প্রথম আলোর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নীতি ফোরামের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আলোচনা সভায় প্রফেসর কবির চৌধুরী, হেনা দাস বাংলাদেশ হতে সেনাবাহিনী ও ধর্মশিক্ষা তোলে দেয়ার যে সুপারিশ করেছেন তা দেশের তের কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করার শামিল। এদেশের আলো, বায়ু ও পানিতে বড় হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে কথা বলা কোন মানুষের মুখে শোভা পায় না। দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আজ শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম শিক্ষা ছাড়া মানুষের নৈতিকতা বিকশিত হয় না। আর মানুষকে মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে বাঁচতে হলে তাকে নৈতিকতা অর্জন করতেই হবে। দেশে যতটুকু নৈতিকতা আছে তা যে একমাত্র ধর্ম শিক্ষার ফলেই আছে তা বললে অত্যুক্তি হবে না। এই দু'টি অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে তুলে দেয়ার জন্য সকল নাস্তিক, মুরতাদ, দেশদ্রোহী, পাষণ্ড ও দুষ্টরা ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া উচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন দেশে অধিষ্ঠিত। এদেরকে গ্রেফতার করে শায়েস্তা করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর আবেদন করছি।

–আঃ হামীদ
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ ৪ ॥

সম্প্রতি সিপিডি প্রথম আলো পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশ সেনাবাহীনীর বিরুদ্ধে ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। এটা মুসলিম বাঙ্গালী জাতির জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এরা নিজেদের মুসলমান এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচয় দেয়, এরা কি আসলেই মুসলমান? মুসলমান হওয়া, না হওয়া তার ধর্মবোধের প্রতি লক্ষ্য করেই বুঝা যায়। মুসলমান দাবী করে ধর্মের বক্ষে কুঠারাঘাত করে তার বক্ষবিদীর্ণ করে তার কলিজা ভক্ষণের মানসিকতায় যারা জর্জরিত তাদের মুসলমান দাবী করাটাই অযৌক্তিক। এরা রক্তপিপাসু ফিরাউন ও নমরুদের উত্তরসূরি। প্রত্যক্ষভাবে কখনো এদের দ্বারা ভালো কাজ হতে দেখলে জানতে হবে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্যই এটা করছে।

অতএব, বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে এদেরকে শাস্তি দেয়াসহ কবর রচনা করা দরকার।

–মোঃ আমীর হামজা, আহবায়ক,
মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন-পরিষদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা।